OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 498 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iv, Published on October issue 2026, Page No. 498 - 503
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

ক্ষেত্রসমীক্ষার প্রেক্ষিতে বাঁকুড়ার বাংলা ধাঁধার সমকালীন আঙ্গিক

তনুশ্রী দে
সেক্ট টিচার ১, বাংলা বিভাগ
স্বামী ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা মহাবিদ্যালয়
Email ID: deytanusree555@gmail.com

Received Date *30. 09. 2026*
Selection Date *15. 10. 2026*

Keyword
linguistics, riddles, field work, culture, folklore, accent, obsolete, conserv ation, language diversity.

Abstract

The word Dadha riddle is derived from the Sanskrit word 'Dhandha'. Riddle refers to a witty and anigmatic question that is designed to test a person's intelligence and reasoning ability. The Identity of its author or authors remains, unknown and the exact time of its origin continues to be a subject of debate. In fact, riddles originate thorought oral tradition, passing from one generation to other among ordinary people, who are also regarded as their creators in different parts of Bankura district, these riddles are know by different local names, such as 'hiyali', 'foroi' and 'vangani'.

Regardless of how educated the people of Bankura became or how closely they come into contact with urban civilization and learned communities, they continue to preserve and express their distinctive language, culture and modes of speech, often unconsciously. The unique tone (accent) and natural style of their spoken language have given rise to a distinct linguistic sphere, reflecting the region's rich cultural identity and oral heritage. They have retained a conservative Outlook within their communities, thereby preserving many of their traditional linguistic and cultural features. Variations in morphological and phonological characteristics across different regions and social groups have attracted the attention of linguistic, whill this linguistic diversity has open up new avenues of research for scholars interested in the study of language diversity and regional speech patters.

Riddles hold immense historical significance in everyday social life. The riddles collected thought field work are presented below : -

1. Bon thekye biralo hatnhi/ latikya latikya Kan /byat dige chela hoi degre valoban. Answer: banana tree. (Purnima sutradhar, age - 65, uneducated, cast - sutradhar, address: bahadurganj, Bishnupur, Bankura, 722122)

2. chiri chiri pata golmorither khata/amar bari jata golmoricher khata. Answer: papaya tree. (Rasomoye bagish, age-38, uneducated, address: Vhora, Bankura, 722157)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 498 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

3. Pathame muri tapor Khoi/ tarpor laj biral abayk hoye roi. Answer: sojne tree (koppura bauri, uneducated, age - 65, address : jhatipahari, bauripara, chatna, Bankura. 722137)

In conclusion, folklore is an invaluable treasure of human society. In the past, people living simple and and unpretentious lives would consually recite riddles by word of mouth during their leisure time. However, under the influence of urban civilization, this practice is no language common. As a result, along with the passing of the elderly generation, these traditional riddle are gradually disappearing. at present educated people and the younger generation are becoming increasingly reluctant to use rural dialects, customs, and traditional riddles. As a result folk culture is quickly feeding away. scenes language, society, and culture are complementary to one another, developing a clear understanding of these elements will help preserve a Nation's language, society and culture. Therefore, curious readers and enthusiastic researchers must come forward to contribute to the preservation of endangered riddles. only then will the practice and study of riddles open up a new direction for contemporary society.

Discussion

ধাঁধা ঐতিহ্যমূলক, তাঁর প্রকাশ মৌখিক। ধাঁধা মূলত লোকশিক্ষার অন্যতম উপাদান – বুদ্ধি, পরীক্ষার প্রয়াস ও ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার। একটি জাতির, সাংস্কৃতিক ছাপ সমাজ জীবনে সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়। আয়তনে সংক্ষিপ্ত, পদ্যবন্ধ, সরসতা, অন্তর্নিহিত ভাব ব্যাখ্যা যোগ্য, বিশেষত যা শিক্ষনীয় বিষয় তাই ধাঁধা বলে আমাদের নিকট সমাদৃত।

ধাঁধা শব্দটি সংস্কৃত 'দ্বন্দ্ব শব্দ থেকে উৎপত্তি। ধাঁধা অর্থাৎ 'কৌতুককর কূট প্রশ্ন' (বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)। সমাজ জীবন থেকে উঠে আসা ধাঁধার বিষয় বৈচিত্র্য দুই প্রকার। প্রথমটি, লৌকিক ধাঁধা - লোকমুখে প্রচলিত এবং লোকায়ত জীবন কেন্দ্রিক ধাঁধাকে বলে লৌকিক ধাঁধা। দ্বিতীয়টি, সাহিত্যিক ধাঁধা - নৈব্যক্তিক ভাবমূলক জীবনাচরণগত ধাঁধাকে বলে সাহিত্যিক ধাঁধা। যেগুলি সাহিত্যের পাতায় মহৎ ব্যক্তির কলমে সুসজ্জিত হয়ে থাকে। আমাদের আলোচ্য বিষয় লোকমুখে প্রচলিত ধাঁধা। যেগুলি সাহিত্যিক ধাঁধার থেকে প্রাচীনতর। এর রচয়িতা কে বা কারা তা যেমন অজানা তেমনি এর উৎপত্তি কবে তা আজও বির্তকিত। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের মুখে মুখেই এর উৎপত্তি। এই ধাঁধা বাঁকুড়া জেলায় কোথাও হিঁয়ালি/ হেঁয়ালি, কোথাও ফড়ই/ ফলই, কোথাও ভাঙ্গানি/ ভাঙানি নামে পরিচিত। কেশব আড়ু মহাশয় তাঁর 'লোকসংস্কৃতির পাঠ-ভবন' গ্রন্থে ধাঁধার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন, -

> "যে বাক্য দ্বারা রূপকের সাহায্যে জিজ্ঞাসার আকারে একটি ভাব প্রকাশ করা হয় তাকে বলে ধাঁধা।"[১]

আবার 'বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ' গ্রন্থে ধাঁধার সংজ্ঞা দিয়েছেন, -

> "এলোমেলো বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বস্তুর ভাবনাকে সুসংবদ্ধ করে বাক্যের যে সংক্ষিপ্ত রূপ বা আকার ভাষায় প্রকাশ পায় তাই-ই ধাঁধা।"[২]

আবার পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' গ্রন্থে বলেছেন, -

> "ধাঁধা আসলে হল একধরণের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার।"[৩]

অর্থাৎ ধাঁধা হল সমাজ জীবনে অবসর যাপনের সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্য সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিযোগিতা মূলক বুদ্ধির ক্রীড়া – যা ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানের ভাণ্ডার।

বাংলার লোকসাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল ধাঁধা। সুপ্রাচীনকাল থেকেই লৌকিক ধাঁধা সমাজ ও সাহিত্যে আদরণীয় হয়ে আসছে। প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারতে ধাঁধার গুরুত্ব আপরিসীম। প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের সাহিত্য মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গলে ধাঁধার প্রয়োজনীতা অনুভববেদ্য। বর্তমান সাহিত্যেও ধাঁধার সুদূরপ্রসারী প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অতীতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবনের শুরু থেকেই ধাঁধার চর্চা লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যাশ্রয়ী ধাঁধার বহুযুগ আগে থেকেই, লোকমুখে প্রচলিত ধাঁধার ব্যবহার চলে এসেছে। অর্থাৎ মানব সভ্যতার প্রথম লগ্নেই ধাঁধার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 498 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

জন্ম। অর্থাৎ শিশুর মতোই সহজ-সরল সমাজে ধাঁধার উৎপত্তি। তবে পরবর্তীকালে লোকমুখে প্রচলিত ধাঁধাগুলিই রূপকের মোড়কে (ছন্দ, অলংকার, ভাষা প্রয়োগ) সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। লোকসাহিত্যে ধাঁধা চর্চার সূত্রপাত অনান্য বিভাগের তুলনায় অনেক আগেই হয়েছিল। প্রথম সংগ্রাহক ১৮৯৩ বঙ্গাব্দে 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় নবীন চন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্তৃক ১০০ টি হেঁয়ালি প্রকাশিত হয়েছিল। তবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক ১৮৩৩ সালে 'প্রবোধচন্দ্রিকা', ১৮১২ সালে 'ইতিহাস মালা' বাংলা ধাঁধার প্রথম সংগ্রাহক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। মুন্সী আব্দুল করিমের ১৩১২ সালে 'চট্টগ্রামী ছেলে ঠকানো ধাঁধা'। বাংলা ধাঁধা সম্পর্কিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ ১৯২৪ সালে আশুতোষ মিত্র মহাশয়ের 'হেঁয়ালি রহস্য'। আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাংলার লোকসাহিত্য' (পঞ্চম খণ্ড) ধাঁধা সম্পর্কিত গ্রন্থটি বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। এছাড়া দ্বারকানাথ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক 'শ্রীহট্টর পঁই', মানস মজুমদার মহাশয় কর্তৃক 'বাংলার লোকসাহিত্যে ধাঁধা', নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয় কর্তৃক 'বাংলা ধাঁধার ভূমিকা', আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক 'সেকালের ধাঁধা', পল্লব সেনগুপ্ত মহাশয় কর্তৃক 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ' উল্লেখ যোগ্য। এছাড়া পরবর্তী কালেও বেশ কিছু গ্রন্থ চোখে পড়ে – শৈলেন দাস, নমিতা মণ্ডল, জলধর হালদার এঁর বিভিন্ন ধাঁধা বিষয়ক প্রবন্ধ চর্চিত হয়েছে। তবে পূর্ণাঙ্গ ধাঁধার চর্চিত বা সংগ্রহমূলক গ্রন্থ বর্তমানে বিশেষ চোখে পড়ে না। ধাঁধা প্রায় লুপ্ত হতে চলেছে, ব্যস্ততম বর্তমান সমাজে এর কদর নেই।

বাঁকুড়া জেলার ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি, মানুষের মনোভাবের সাথে ওতোপ্রতো ভাবে জড়িত। বাঁকুড়ার, মানুষেরা যতই শিক্ষিত বা জ্ঞানী হোক বা শহুরে সভ্যতার সংস্পর্শে আসুক না কেন তারা তাদের অজান্তেই নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, বাচনভঙ্গীকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের ভাষা টোন (Accent) বা অকৃত্রিম বাচনভঙ্গী একটি ভাষা বলয়ের সৃষ্টি করেছে। তারা তাদের নিজেদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবকে টিকিয়ে রেখেছে। বাঁকুড়া জেলার ভাষা কিছুটা ঝাড়খণ্ডী ও রাঢ়ী ভাষার অন্তর্গত। বলা ভালো যে সম্পূর্ণ ঝাড়খণ্ডী নয়, সম্পূর্ণ রাঢ়ীও নয় – ঝাড়খণ্ডী ভাষা ঘেঁষা অঞ্চল। বস্তুতঃ যখন আমরা পেয়ে যাই - অযাচিত ভাবে 'যফলা'-র প্রয়োগ, 'চন্দ্রবিন্দু'র প্রয়োগ, বা খেয়েচু, যাচ্ছু, দেখুন্নাই এর বহুল ব্যাবহার, যত্রতত্র স্বরভক্তি, অভিশ্রুতি, মহাপ্রাণ, অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রয়োগ হয়, তখন বাঁকুড়ার ভাষা স্বাতন্ত্রতার পরিচয় রাখে। এদিক থেকে বাঁকুড়ার ভাষায় ধাঁধাও স্বাতন্ত্রতা লাভ করেছে। বিশেষ করে ধাঁধাগুলি সংগ্রহের সময় বাঁকুড়ার মানুষগুলির সাথে সাথে বাঁকুড়ার ধাঁধাও নিজস্বতা পেয়েছে। সেই মানুষগুলি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে রূপতত্ত্ব ও ধ্বনিতত্ত্বের প্রয়োগে এক মাত্র বাঁকুড়ারই 'নিজস্ব ধাঁধা' তা চিহ্নিত করেছে। বাঁকুড়া জেলার অঞ্চলভেদে ও সামাজিক স্তরভেদে রূপতাত্ত্বিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি ভাষাতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এবং গবেষকদের নিকট 'ভাষা বৈচিত্রের' (Language Diversity) একটি নতুন দিক উন্মোচন করেছে।

ধাঁধা প্রধানত অবসর বিনোদন, বুদ্ধির অনুশীলন কৌতুককর ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কল্পনা প্রসূত ফসল। বস্তুতঃ দৈনন্দিন সমাজ জীবনে ধাঁধার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। ক্ষেত্রসমীক্ষা ভিত্তিক প্রাপ্ত ধাঁধাগুলি নিম্নে উল্লেখিত করা হল। সেগুলি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা যোগ্য-

ধাঁধা রহস্যময় একটি জটিল প্রশ্ন-উত্তরের খেলা। জ্ঞান ও বুদ্ধির জটিল জিজ্ঞাসা। অতীত কালে বিবাহ বাসরে বর ও কন্যার বুদ্ধি মত্তার পরিচয় নেওয়া হত, প্রশ্নও উত্তরের মধ্য দিয়ে। যথা - রাতের বেলায় দেখা শুনা/ ভরে হল বে/ সকাল বেলায় উঠে দেখি ছেল্যা কলে লিয়ে। উত্তর – ডুমুর। অর্থাৎ ডুমুরের ফুলকে কেউ দেখতে পায় না। (শ্যামলী দে, বয়স – ৪৭, সুত্রধর, বাহাদুরগঞ্জ, পোষ্ট – বিষ্ণুপুর, জেলা- বাঁকুড়া, ব্লক – বিষ্ণুপুর, পিন – ৭২২১২২।) অথবা, রাজার বাগানে আম পড়ল, দুজন ছুটে গেল/ যারা ছুটল তারা পেলনা, পেল অন্য জন/ যে পেল সে খেল না, খেল অন্য জন/ যে খেল সে মার খেল না, খেল অন্য জন/ যে মার খেল সে কাঁদল না, কাঁদল অন্য জন/ বল দেখি এই জন কারা? উত্তর– মানুষের নির্বাচিত অঙ্গ। অর্থাৎ মানুষের পা দুটো গেছে, হাত দুটো কুড়িয়েছে, মুখটাতে খেয়েছে, পিঠে মার পড়েছে, চোখ দুটো কেঁদেছে। (দেবদুলাল সু, বয়স-৫৫, তাঁতি, গ্রাম–বনবীরসিং, নতুনগ্রাম, পাত্রসায়ের, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–পাত্রসায়ের, পিন–৭২২২০৭)

সমাজ থেকে উঠে আসা পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠানগুলি ধাঁধায় লক্ষ্য করা যায়। তাই ধাঁধার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব সুদূর প্রসারী। গ্রামে গঞ্জে এখনো কংক্রীট সভ্যতার প্রভাব পড়েনি। এখনো গ্রামের প্রান্ত অঞ্চলে গৃহস্থ

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 498 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বাড়িতে কাঠের জালে রান্না করা হয়। সকাল হলে গোবর দিয়ে সংস্কারাদি করে রান্না চাপানো হয় সেই সংস্কারাদির কথা ধাঁধায় লক্ষ্য করা যায়। যথা - তিন ঠেঙ্গ্যা বামুনটি/ সকাল হল্যে সিনানটি। উত্তর-উনুন। (রামসেবক মহাপাত্র, বয়স-৭৫, মাধ্যমিক, গ্রাম-আমঝোর, পোষ্ট-সুখাডালি, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক-সারেঙ্গা, পিন-৭২২১৫০।) অথবা, গ্রাম বাংলায় সংস্কার বশত শ্বশুর-শাশুড়ি, বয়ঃজ্যেষ্ঠ মানুষকে সম্মান প্রদর্শনে, লাজুক গৃহবধূরা ঘোমটা দিত। কিন্তু স্বামী তার একান্ত আপন। তাই আকপটে একজন গৃহবধূ স্বামীর উদ্দেশ্যে বলে ওঠে – দি ত দি আমি পরপুরুষকে দি/ তুমি আমার, আমি তুমার তুমাকে দুব্য কি? উত্তর-ঘোমটা। (বিনা কেওড়া, বয়স-৪৫, ঘটকগ্রাম, পোষ্ট-দুর্লভপুর, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক-গঙ্গাজলঘাটি, পিন-৭২২১৩৩।)

তৎকালীন সময়ে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল পালকি। সেই যানবাহনের কথাও আমরা ধাঁধায় পেয়ে যাই। যথা – চার পায়ে বসি, আট পায়ে চলি/ বাগ নয় ভাল্লুক নয় আস্ত মানুষ গিলি। (হারু বাগদী, বয়স–৩৮, ভড়া, পোষ্ট–ভড়া, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–বিষ্ণুপুর, পিন–৭২২১৫৭।)

তৎকালীন সময়ে মাটির হাঁড়ি বা মাটির কলসির ব্যবহার প্রচলন ছিল – কাঁচায় তপতপে পাকায় সিন্দুর/ যে না বলতে পারে সে ধাড়ি ইঁদুর। উত্তর – মাটির কলসি। (দেবদুলাল সু, বয়স-৫৫, তাঁতি, গ্রাম – নবীরসিং, নতুনগ্রাম, পাত্রসায়ের, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক – পাত্রসায়ের, পিন–৭২২২০৭।) অথবা, বাজালে বাজে সাজালে সাজে/ যায় বাজারে মাঝে মাঝে। উত্তর – মাটির হাঁড়ি। (বনলতা সু, বয়স-৪৫, তাঁতি, গ্রাম–বনবীরসিং, নতুনগ্রাম, পাত্রসায়ের, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–পাত্রসায়ের, পিন–৭২২২০৭।)

ধাঁধা লোকশিক্ষার মাধ্যমে লোকসমাজকে সচেতন করে। তৎকালীন সমাজে সর্বসাধারণের জন্য পুঁথিগত শিক্ষার প্রচলন একেবারেই ছিল না। লোকশিক্ষাই ছিল একমাত্র মাধ্যম। কৌতুককর প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল। সমাজের লোককথা, প্রবাদের মধ্য দিয়ে যেমন পৌরাণিক উপাখ্যানের কথা জানতে পারি সেই রকম ধাঁধার মধ্য দিয়েও রামায়ণ, মহাভারত মূলক পৌরাণিক উপাখ্যানের প্রসঙ্গ পায় – দশ শির নয় বীর, নয়ক রাবণ/ রমণীর হাতে তার আবশ্যি মরণ। উত্তর – ঝিঙা। সীতা হরণের জন্য রাবণের মৃত্যু হয়েছিল আমরা সেই উপাখ্যান এর পরিচয় পাই ধাঁধার মধ্য দিয়ে। (মিলন বালা দে, বয়স-৬৮, গ্রাম–শ্যামবাজার, মাইতকার্তিকপাড়া, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–সোনামুখী, পিন – ৭২২২০৭।)

> "ধাঁধা বহু সময়েই বুদ্ধাঙ্ক (আই কিউ) নির্ণয়ের মাপকাঠি রূপে ধার্য হত।"[৪]

লোকশিক্ষা সার্বজনীন তাই লোকশিক্ষা, লোকসাহিতে স্বতন্ত্র স্থান দখল করেছে। পৌরাণিক উপাখ্যান, নাটক, উপন্যাস, গল্প সম্পর্কে যেমন জানতে পারি, তেমনই গণিত বিষয়ক ধাঁধাও বহুল চর্চিত। এতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রয়োজন তাই ধাঁধা বুদ্ধির খেলা। যথা - কালিদাস পণ্ডিতের ফাঁকি/ আড়াইশ থেকে পাঁচ পঞ্চাশ গেলে কত থাকে বাকি? উত্তর–শূন্য। অর্থাৎ (৫×৫০=২৫০) ২৫০-২৫০=০। (অনিমেষ পাল, বয়স-৩২, তাঁতি, গ্রাম–বনবীরসিং, গয়লাপাড়া, পাত্রসায়ের, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–পাত্রসায়ের, পিন–৭২২২০৭।) অথবা, কালিদাস পণ্ডিতে কই বাল্লকালের কথা/নয় হাজার তেঁতুল গাছে কয় হাজার পাতা। উত্তর-আঠারো হাজার পাতা। (ইলা চক্রবর্তী, মাকর গ্রাম, পোষ্ট – ওন্দা, জেলা – বাঁকুড়া, ব্লক – ওন্দা, পিন – ৭২২১৪৪।)

তৎকালীন সমাজে তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁকও ধাঁধার মধ্য দিয়ে লক্ষ্য করা যায়—

> "আসল কথাটি গোপন থাকবে অথচ সেটি সরবে উচ্চারিত হবে - এ ব্যাপারটা ধাঁধার মধ্যে দিয়ে সম্ভবপর হতে পারে। এই জন্য গুণিন কিম্বা ওঝারা ধাঁধার সাহায্য নিতে পারেন।"[৫]

যথা - শাল কাঠের হাল, বহড়া কাঠের ইসক/ তুমার বাঁ চখট্যা, ফুঁক্যে দিয়্যে/ ঝাড় কাঠিট্যা দিস। উত্তর-ঝাড়ফুঁক। (ভানুমতি কালিন্দী, বয়স-৮০, নিরক্ষর, কেঞ্জাকুড়া, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক-বাঁকুড়া-১, পিন-৭২২১৩৯।)

তৎকালীন সমাজে ঘরে ঘরে চরকার ব্যবহার হতো তার প্রকাশ পায় ধাঁধাতে। যদিও এগুলি বর্তমান সমাজে আর লক্ষ্য করা যায় না। যথা - লালার পাখ লালায় চরে/ ঘুরে ঘুরে যে তার প্যেটটি ভরে। উত্তর-চরকা। (সাবিত্রী মণ্ডল, বয়স-৭৫, নিরক্ষর, গ্রাম-মণ্ডলকুলি, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক-রাইপুর, পিন-৭২২১৩৪।)

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 498 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ধাঁধা শিশু সুলভ সহজ-সরল কৌতুককর রসের খেলা তেমনই বিদ্রুপ, উপহাসের মধ্য দিয়ে আক্রমণাত্মক ধাঁধাও পরিলক্ষিত হয়। যথা - পিতলের হাণ্ডা/ মোমের ঢাকনা যে না বলতে পারে সে ভাল্লুক মুচির ভাগ্না। উত্তর-ক্যান্দ (কেন্দু ফল)। (হারু বাগদী, বয়স–৩৮, ভড়া, পোষ্ট – ভড়া, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–বিষ্ণুপুর, পিন–৭২২১৫৭।) অথবা, আমি যখন দশ মাসের/ বাবা তখন পেটে/ আমার যখন ভুজনা হয়/ বাব যায় খেতে। উত্তর-ডিংলা। (কপ্পুরা বাউরি, বয়স – ৬৬, ঝাঁটি পাহাড়ি, বাসস্ট্যান্ড, বাউরিপাড়া, পোষ্ট–ঝাঁটিপাহাড়ি, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–ছাতনা, পিন–৭২২১৩৭।)

ধাঁধা গ্রাম্য সামাজের দর্পণ। আমাদের গ্রামীণ সমাজ - সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তোলে। লোকমুখে ধাঁধা চর্চার মধ্য দিয়ে জানতে পারি ধাঁধা প্রকৃতি, উদ্ভিদ, জীবজন্তুর সাথে আঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। যথা -

১. বন থেক্যে বেরাল্য হাঁতি/ লটক্যা লটক্যা কান/ ব্যাঁত দিগে ছেল্যা হয়/ দেগরে ভগবান। উত্তর-ফলন্ত কলাগাছ। (পূর্ণিমা সূত্রধর, বয়স-৬৫, জাতি-ছুতোর, বাহাদুরগঞ্জ, পোষ্ট-বিষ্ণুপুর, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক-বিষ্ণুপুর, পিন-৭২২১২২।)

২. গাছটার নাম হিরা/ তাই ধরেছ্যে, গুড়, বেগুন, জিরা। উত্তর-মহুয়া ফল। (সুর্দশন সেনগুপ্ত, বয়স-৬২, উচ্চমাধ্যমিক, মলিয়ান হাটতলা, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক-হীড়বাঁধ, পিন-৭২২১৩৬।)

৩. বন থেক্যে বেরাল চিঁতি/ চিঁতি বল্যে তুর পাতে মুতি। উত্তর- কাগজি। (বরুণ চক্রবর্তী, বয়স–৪৮, ভড়া, পোষ্ট–ভড়া, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–বিষ্ণুপুর, পিন–৭২২১৫৭।)

৪. চিরি চিরি পাতা গলমরিচের খাতা/ আমার বাড়ি যাতা ঠাণ্ডা পানি খাতা। উত্তর - পিফা (পেঁপে) (রসময় বাগীশ, গ্রাম–বিষ্ণুপুর, বাহাদুরগঞ্জ, পোষ্ট–বিষ্ণুপুর, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–বিষ্ণুপুর, পিন–৭২২১২২।)

৫. উলালা উলালা/ লতা ছেড়ে পড়ে আছে গুন্ডা শালা। উত্তর – ডিঙলা (কুমড়ো)। (হারু বাগদী, বয়স–৩৮, ভড়া, পোষ্ট–ভড়া, জেলা–বাঁকুড়া, ব্লক–বিষ্ণুপুর, পিন–৭২২১৫৭।)

৮. পথম্যে মুড়ি তারপর খই/ তারপর ল্যাজ বিড়্যাল অবাক হয়্যে রই। উত্তর-সন্ন্যা সজনে গাছের কুঁড়ি, ফুল, ডাঁটা। (কপ্পুরা বাউরী, বয়স-৬৫, নিরক্ষর, ঝাঁটিপাহাড়ী, বাসস্ট্যান্ড, বাউরীপাড়া, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক-ছাতনা, পিন-৭২২১৩৭।)

মানুষের অঙ্গ বিষয়ক ধাঁধাও বিশেষ মর্যাদা লাভ করেছে। যথা - ১. আসতে যেতে কতুলপুর/ মাঝে এক ঘর তাঁতি/ এক খিঁয়াতে বেঁধে রেখেচে বত্রিশটি হাঁতি। উত্তর - দাঁতকপাটি। (চাঁদ অধিকারী, বয়স–৩২, ভগবতিপুর, পোষ্ট–বেলুট, জেলা–বাঁকুড়া, পিন–৭২২২০৬।)

২. অ্যাত টুকুন কানি শুক্যাত্যে না জানি। উত্তর-জিহ্বা। (আদরি বাউরী, বয়স-৭০, নিরক্ষর, গ্রাম-মচড়াকেন্দ, পোষ্ট-রামচন্দ্রপুর, জেলা-বাঁকুড়া, ব্লক-মেজিয়া, পিন-৭২২১৪৩।)

পরিশেষে বলা যায়, লোকসাহিত্য মানব সমাজের এক অমূল্য সম্পদ। অতীতকালে অবসর সময়ে কৌতুককর প্রশ্ন-উত্তরের প্রতিযোগিতার মধ্যদিয়ে মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হত। কিন্তু বর্তমানে, কংক্রীট সভ্যতার সংস্পর্শে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্রাম্য অশিক্ষিত নিচু তলার মানুষগুলি শিক্ষিত হয়ে উঠছে গ্রাম থেকে শহর গড়ে উঠেছে। বস্তুতঃ সহজ-সরল-অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে, মানুষের মুখে মুখে অবলীলায় ধাঁধা উচ্চারিত হত, নগরায়ণ সভ্যতার সংস্পর্শে এখন আর উচ্চারিত হয় না। ফলে প্রবীণ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে ধাঁধাগুলিও লুপ্ত হচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষিত এবং তরুন প্রজন্মের মানুষেরা গ্রাম্য ভাষা-আদব কায়দায় ধাঁধা উচ্চারণে আনীহা দেখাছে। নিরাবে মৃত্যু হচ্ছে লোকসংস্কৃতিগুলি। ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে গলা টিপে কবর দেওয়া হচ্ছে। ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি যেহেতু একে আপরের পরিপূরক সেহেতু সেই বিষয় সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠলে দেশের ভাষা-সমাজ-সংস্কৃতি রক্ষা পাবে। তাই লুপ্ত প্রায় ধাঁধা সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় কৌতূহল পাঠককে এগিয়ে আসতে হবে, আগ্রহী গবেষককে এগিয়ে আসতে হবে, তবেই ধাঁধা চর্চায় বর্তমান সমাজ এক নতুন দিক উন্মোচন ঘটাবে।

Reference:

১. আড়ু, কেশব, ‘লোকসংস্কৃতির পাঠ-ভবন’, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩ সাল, ধ্রুপদী, কোল-০৯, পৃ. ৯১
২. চক্রবর্তী, বরুণ কুমার সম্পাদিত, ‘বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ’, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, কোল-৯, পৃ. ৯৪
৩. সেনগুপ্ত, পল্লব, ‘লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ’, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃ. ২০২

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iv, October 2026, TIRJ/ October 2026/article - 57
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 498 - 503
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪. সেনগুপ্ত, পল্লব, 'লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ', চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা-০৯, পৃ. ২০৫
৫. পাল, অনিমেষকান্তি, 'লোক সংস্কৃতি', তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৯, প্রজা বিকাশ, কলকাতা-০৯, পৃ. ১১০

Bibliography:

আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার-লোকসাহিত্য', প্রথম খণ্ড তৃতীয় সংস্করণ, চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩৬৮ সাল, কোল- ১২।
আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোকসাহিত্য, ধাঁধা', পঞ্চম খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, ১৯৭১, ক্যালকাটা বুক হাউস, কোল-১২।
তরুণদেব ভট্টাচার্য, 'বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ দর্শন-২', প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিমিটেড, কোল-১২
নমিতা মণ্ডল, 'বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা', প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৯, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি একাদেমি, বাঁকুড়া।
বরুণ কুমার চক্রবর্তী সম্পাদিত, 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ', দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭, কোল- ৯।
বরুণ কুমার চক্রবর্ত 'লোকসংস্কৃতি প্রসঙ্গ', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০১৩, অক্ষর প্রকাশনী, কলকাতা- কোল-০৯
শৈলেন দাস সম্পাদিত, 'লৌকিক ভাষাতত্ত্বঃ সমাজ ও ভাষা বিজ্ঞান', প্রথম প্রকাশ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি একাদেমি, বাঁকুড়া।
কেশব আড়ু, 'লোকসংস্কৃতির পাঠ-ভবন', প্রথম প্রকাশ, ২০১৩ সাল, ধ্রুপদী, ক্লকাতা-০৯।
দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, আকাদেমি অব ফোকলোর, কোল-৯৪।
তারাপদ ঘোষ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা, ১৪০৯, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কোল।
জলধর হালদার সম্পাদিত, প্রত্ন পরিক্রমাঃ মল্লভূম, নবম খণ্ড, মল্লভূম কীর্তিশালা, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, ৭২২১২২।
অনিমেষ কান্তি পাল, লোকসংস্কৃতি, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৯, প্রজ্ঞা বিকাশ, কোল-০৯।
পল্লব সেন গুপ্ত, লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ, চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৮, পুস্তক বিপণি, কোল-০৯।
বরুণ কুমার চক্রবর্তী, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০৮, পুস্তক বিপণি, কোল-০৯।
শৈলেন দাস ও নমিতা মণ্ডল সম্পাদিত, 'বাঁকুড়ার ইতিহাস ও সংস্কৃতি', ২৫ শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭, বাঁকুড়া লোকসংস্কৃতি আকাদেমি, বাঁকুড়া।
রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, 'বাঁকুড়া সংস্কৃতি পরিক্রমা', ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮১, পুস্তক বিপণি, কলকাতা–০৯।
ঊষাপতি বিশ্বাস, 'বাংলা ভাষাতত্ত্ব', চতুর্থ সংস্করণ, ২০১৫-১৬, ২৯/১ কলেজরোড, কলকাতা–৯।
অনিমেষ কান্তি পাল, 'ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা', প্রথম সংস্করণ, ১লা বৈশাখ, ১৪১১, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা–০৯।
অতীন্ত মজুমদার, 'ভাষাতত্ত্ব', ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭, নয়া প্রকাশ, কলকাতা–০৬।
সুকুমার সেন, 'ভাষার ইতিবৃত্ত', প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৭, নয়া প্রকাশ, কলকাতা–০৬।
রামেশ্বর শ', 'সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা', তৃতীয় সংস্করণ, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪০৩, পুস্তক বিপণি, কোল-০৯।
নমিতা মণ্ডল,'বাঁকুড়া কেন্দ্রিক মল্লভূমের উপভাষা', ১৯৮৯।
বিধান মুখোপাধ্যায়, 'রাঢ়ের জনজাতিঃ ভাষা ও সংস্কৃতি', ২০১৮, দেশ প্রকাশন, কোল-০৬।
মনোরঞ্জন চন্দ্র, 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০৮, দে'জ পাবলিশিং, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা–৭৩।